মাসিক পানি পরিক্রমা

(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

এপ্রিল-মে ২০১৬ খ্রিঃ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত



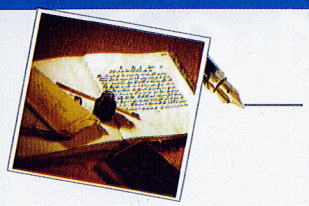
মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ১৫ মে ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন ৬৬ টি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণসহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে জুন ২০১৬ এর মধ্যে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে, সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর বিশদ আলোচনা হয়। প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি এবং অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি ও কর্মকৌশল সভায় উপস্থাপন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ; সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক বাঁধ নির্মাণ; কক্সবাজার বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা; ব্রহ্মপুত্র নদ খনন; তিতাস নদী খনন; বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ তুলে ধরেন। তাছাড়া চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ দেন। মন্ত্রী ধৈর্য্য সহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন। তিনি চলমান প্রকল্পের কাজগুলো বর্ষা মৌসুমের পূর্বে শেষ করার জন্য তাগিদ দেন।

সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আলী খান এনডিসি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) আতিকুর রহমান এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাগণ এ সভায় উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন।



সম্পাদকীয়

বর্ষবরণ-১৪২৩
এসো হে বৈশাখ এসো এসো

মাথার উপর গনগনে সূর্য। খরতাপ উপেক্ষা করে বাংলার সবুজ জমিন থেকে অশুভ, অশুচি মুছে দিয়ে অমঙ্গল দূর করার প্রত্যয়ে লাখো শিশু-নরনারী পায়ে পায়ে এগিয়েছে মহানগরের পথে পথে গল্পে গল্পে, অনুষ্ঠানকেন্দ্রে ঘুরেফিরে ১ লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার কোটি বাঙ্গালিপ্রাণ বরণ করেছে নতুন বাংলা বছর ১৪২৩ সালকে ভোরের আলো ফোটার মূহুর্তেই বর্ষবরণের সেই চিরায়ত সুরে জেগে ওঠে বাংলাদেশে "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো"। রমনার বটমূলে ছয়ানটের শিল্পীরা যেমন সমস্বরে গাইছিলেন রাজধানীবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটেও গেয়ে উঠেছিলেন শত সহস্র মানুষ হাজারো আয়োজনে। আনন্দ, হাসি, গান, উচ্ছ্বাসে, সংকীর্ণ ধর্ম, বর্ণ পরিচয় ভুলে মিলন-মেলার এক মোহনায় সমবেত হয়েছিল বাঙ্গালি - হৃদয়। ভোরের পাখি, সূর্যের প্রথম রঙ, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার বুকে প্রথম প্রহরে উড়ে আসা শঙ্খচিল, কৃষ্ণচূড়ার চিবুক ছুঁয়ে যাওয়া প্রভাবিত - হাওয়া, সবাই যেন সমবেত কণ্ঠে স্লোগান তুলেছিল, 'আমরা সবাই বাঙ্গালি'।



বরাবরের মতো সকাল থেকেই পথে পথে নেমেছিল মানুষের ঢল। লাল-সাদা রঙ্গে, লোক ঐতিহ্যের আঙ্গিকের নকশা করা তাঁতের শাড়ী ছিল নারীদের পরনে। পুরুষেরা পরেছেন রঙ্গিন পাঞ্জাবী বা ফতুয়া। কেউ কেউ গামছা নিয়েছিলন মাথায়। অনুরূপ সজ্জা শিশু-কিশোরদের। স্বাগত ১৪২৩ 'শুভ নববর্ষ' এসব লিখে নিয়েছিল অনেকে বাহুতে চিবুকে। শিশু-কিশোরদের হাতে দেখা গেছে রঙ্গিন কাগজের চরকি, ছোট ছোট ঢোল, একতারা নলখাগড়া বা বাঁশের বাঁশি।

আমাদের দেশে নববর্ষ উৎসব পালিত হতো গ্রামাঞ্চলে মেলা করে। শহরাঞ্চলে ব্যবসায়ীরা হালখাতা খুলে সারা বৎসরের দেনা-পাওনার হিসাবের সার সংগ্রহ করতেন। এ রীতি মনে হয় আবহমান কালের। ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙ্গালিরাও নিউ ইয়ার্স ডে পালন করতেন দেখে ব্যথিত হয়ে উনিশ শতকের শেষে রাজনারায়ন বসু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালনের রীতি প্রবর্তন করেন, পরে তা ছড়িয়ে যায় সর্বত্র।

নববর্ষ বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব। এ উৎসব সার্বজনীন। এ উৎসবকে জাতীয় পর্যায়ের আসনে মর্যাদা দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এ প্রথমবারের মতো নববর্ষভাতা সংযোজন করেছেন। যা এবারে নববর্ষ পালনে বাঙ্গালি জাতির মধ্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তাই আমরা নববর্ষ ১৪২৩ কে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

সিরাজগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ আইসিটি কর্মকর্তা



সিরাজগঞ্জে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ আইসিটি কর্মকর্তা পুরস্কার গ্রহন করছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ।

সিরাজগঞ্জ জেলার সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ও এর পরিধি বিস্তারের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে, ইলেক্ট্রনিক সেবার বৃহৎ পরিসরের কার্যাবলী সম্পাদন ও জনগণের মাঝে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম এবং কর্মপরিধি ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ফলে প্রযুক্তিবান্ধব দপ্তর হিসেবে সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করায় সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ কে শ্রেষ্ঠ আইসিটি কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত করে।

লেখা আহ্বান

পানি সম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর ইতিহাস ও নদী শাসন প্রতিবেশগত ভারসাম্যতা (Ecological Balance), সেচ ব্যবস্থা, সুবিধাভোগী এলাকাবাসীদের অংশগ্রহণমূলক ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সচিত্র লেখাটি আপনার একটি স্ট্যাম্প সাইজ ছবিসহ আজই অনুগ্রহপূর্বক পাঠিয়ে দিন।

নির্বাহী সম্পাদক-
মাসিক পানিপরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এর সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার আয়োজন।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এর সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে পুনরায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যোগদান উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক,এমপি। প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় ড. জাফর আহমেদ খানের মত যোগ্য কর্মকর্তাকে সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ড. জাফর আহমেদ খানের এই নিয়োগ পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি আরও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন ড. জাফর আহমেদের সুচিন্তিত মতামত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা দেশের সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তিনি তাঁর কর্মজীবনের বিস্তৃতি প্রসারিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে আরও উচ্চতর পদে আসীন হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে বাপাউবো'র মহাপরিচালক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, এমপি

নতুন মহাপরিচালকের যোগদান



প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে রুয়েট থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯৩ সালে এম.এস. সি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাপাউবো-তে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ও মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামোর নকশা সাফল্যের সাথে প্রণয়ন করেন । এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৩ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি ইউরোপ, জাপান ও চায়নাসহ দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । তিনি ১৯৫৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার হাজরাহাটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এর যোগদান



প্রকৌশলী আতিকুর রহমান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী আতিকুর রহমান গত ২৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯১ সালে ইউনিভার্সিটি অব রুরকী, ভারত থেকে এম.এসসি. ইন ওয়াটার রিসোর্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮২ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) হিসেবে যোগদান করেন। বাপাউবোতে যোগদানের পর তিনি তিস্তা প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, নদীতীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকুরীকালীন সময়ে তিনি জার্মানী, ফিলিপাইনসহ দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অতিথিবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো: মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) বলেন রাষ্ট্রীয়, অরাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, পরিবার এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সুশাসন চর্চা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাই সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে শুদ্ধাচার চর্চার বিকল্প নাই।

গত ২০ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাকক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে বাপাউবো নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। সে মোতাবেক দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে তিনি বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আহবান জানান।

কর্মশালায় অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মো: জাহাঙ্গীর কবীর (বর্তমান মহাপরিচালক), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মো: শহীদুল হক ভুঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মো: আব্দুল হাই বাকী, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, মো: আব্দুর রহমান আকন্দ, চীফ মনিটরিং এ, কে মনজুর হাসান, প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা মো: মাহফুজ আহমদ প্রমুখ। এছাড়া, বোর্ডের সদরদপ্তরস্থ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দপ্তরের ত্রিশ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় দ্বিতীয় অধিবেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মিসেস নন্দিতা সরকার এবং পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, মো: ছানাউল হক। বোর্ডের উপসচিব (বোর্ড) ওবায়দুল ইসলামের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বোর্ডের সচিব ও বাপাউবো নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আব্দুল খালেক। এছাড়া, সকল অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা মুক্ত আলোচনা পর্বে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বক্তাগণ বোর্ডের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ তথা পেনশন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা তাঁর মূল প্রবন্ধে সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নৈতিকতা শুদ্ধাচার কৌশল তথা National Integrity Strategy (NIS) বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ১৮ মাস ব্যাপী কর্মপরিকল্পনা পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় জাতীয় নৈতিকতা শুদ্ধাচার কৌশল এর ধারণা, উৎপত্তি, ভিত্তি, রুপকল্প, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন, ই-জিপি ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পায়।

সমাপনী অধিবেশনে বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বোর্ডের মহাপরিচালক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ২৭ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাপাউবো সভাকক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ (বর্তমানে পি আর এল ভোগরত) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার সার্বিক সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা। কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিচালক (অর্থ) মোঃ সানাউল হক, পরিচালক (অডিট) মোঃ রেজাউল করিম ও পরিচালক (হিসাব) মোঃ জাকিরুল ইসলাম। এছাড়া কর্মশালায় উপস্থিত অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ বক্তব্য রাখেন ।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বোর্ডের সমস্ত কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি হিসেবে অর্থ ও ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিসাব এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা দ্বারা শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিবেদন নয়, বরং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সঠিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, সুশাসন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে সুষ্ঠু হিসাব এবং অর্থ ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন হিসাব ব্যবস্থাপনার সুফল প্রাপ্তির জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সদর দপ্তরে ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের পারস্পরিক যৌথ প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) আব্দুল হাই বাকী বলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাপাউবোর হিসাব একতরফা হতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে উত্তরণ তথা কম্পিউটারাইজড হিসাব সংরক্ষণের ফলে হিসাবের শুদ্ধতার পাশাপাশি অধিকতর কম সময়ে এবং স্বল্প লোকবল দ্বারা প্রয়োজন-উপযোগী আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্ভব হচ্ছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন,অনলাইন ডাটা এন্ট্রি এবং রিপোর্টিং এর জন্য হিসাব পদ্ধতির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। অর্থ বৎসরের সর্বশেষ তারিখে আর্থিক বিষয়ে যে সকল সংশোধনী জারী হয় তা ব্যাংকিং সিষ্টেমের মাধ্যমে বোর্ডে পৌঁছাতে পরবর্তী অর্থ বৎসর শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অন-লাইনে কাজ করার একটি যথোপযুক্ত পন্থা নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর (বর্তমানে মহাপরিচালক) বলেন, অর্থ ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা এবং হিসাব পদ্ধতিকে অধিকতর User Friendly করার লক্ষ্যে বাপাউবোর হিসাব ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এ কাজে বোর্ডের অর্থ উইং এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বিভিন্ন আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র হতে আগত উপ-পরিচালক এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণ র‍্যাক দপ্তরের জনবল সংকট, পূর্ব নিরীক্ষা পূর্বক বিল পরিশোধ, হিসাব প্রণয়ন এবং রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে সমস্যাবলী উপস্থাপন করেন। বর্তমানে হিসাব রক্ষণ কাজে ব্যবহৃত সফটওয়্যার এর সাথে বাজারে প্রাপ্ত হার্ডওয়্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় যে কোন সময় হিসাব কার্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে অনেকে উল্লেখ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত প্রায় সকল র‍্যাকের উপ-পরিচালক/হিসাব রক্ষণ অফিসার হিসাব রক্ষণের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার মাইক্রোসফট গ্রেইট প্লেইনস দ্রুততম সময়ে আপগ্রেড করে বাপাউবোর হিসাব রক্ষণ কার্যক্রমকে সচল রাখা এবং হিসাব পদ্ধতিকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার প্রত্যয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নদীমাতৃক বাংলাদেশের সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থাপনার দ্বারা উন্নয়ন কার্যে গতিশীলতা আনয়নসহ সরকারী অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার, রাজস্ব আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান তথা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাপাউবোর অর্থ উইং অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রযোজ্য বিধি-বিধান মেনে বিল পরিশোধের জন্য আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র সমূহের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উপলক্ষে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ১৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উপলক্ষ্যে এক বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পানি সম্পদ মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। এ উৎসব সার্বজনীন। দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এ উৎসব আজন্ম কাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। এ উৎসবকে জাতীয় পর্যায়ের আসনে আসীন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন বাঙ্গালী জাতির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষকে সার্বজনীনভাবে পালনের জন্য বর্তমান সরকার সরকারি চাকুরীজীবীদের বেতন স্কেলে বৈশাখী ভাতা প্রবর্তন করে এক যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারি এ পদক্ষেপের ফলে নববর্ষ উদ্‌যাপনে এ বৎসর নতুনমাত্রা যোগ হয়েছে। অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, এমপি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহম্মেদ খান, বাপাউবো মহাপরিচালক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণ, অতিরিক্ত সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ এর বিদায় সংবর্ধনা

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ এর অবসর জনিত কারণে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর। বক্তাগণ বিদায়ী মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ এর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরিকালীন সময়ের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিস্তৃতি তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন তাঁর কর্মময় জীবনের অনুকরণীয় দিকগুলো আমাদের জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। বিদায়ী মহাপরিচালক তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের বর্ণনায় বলেন বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা প্রকল্পের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারায় তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করেন। পরিশেষে সভাপতির বক্তৃতায় মহাপরিচালক বলেন চাকুরীর নিয়ম অনুযায়ী মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ কে আমাদের বিদায় জানাতে হচ্ছে। কিন্তু দেশের স্বার্থে এ গুণী প্রকৌশলীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে কোন প্রয়োজনে মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ এর মত দক্ষ প্রকৌশলী ভবিষ্যতেও আমাদেরকে সহযোগিতা করে যাবেন। তিনি তাঁর পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক হিসাবে মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর যোগদান করায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। পরিশেষে বিদায়ী মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ আহমেদ পিইঞ্জ এর সুখ শান্তি ও নবাগত মহাপরিচালকের সাফল্য কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে বাপাউবো'র কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।



বিদায়ী মহাপরিচালক কে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন নব নিযুক্ত মহাপরিচালক

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি" বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সদস্যদের একাংশ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে গত ৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী। উদ্বোধন শেষে তিনি বলেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল-ভিত্তিক (result oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (Vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব কাজী সাখাওয়াত হোসেন, বোর্ডের অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর (বর্তমানে মহাপরিচালক) বোর্ডের অতিঃ মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান, চীফ প্ল্যানিং খন্দকার খালেকুজ্জামান, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন আব্দুর রহমান আকন্দ ও চীফ মনিটরিং এ কে মনজুর হাসান বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যে তাঁরা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও দিক নির্দেশনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (Development Priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয় / বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicator) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) উল্লেখ রয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পদান চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র ৯টি জোনের সাথে বাপাউবো'র মহাপরিচালক মহোদয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা রয়েছে।

পরবর্তীতে প্রত্যেক প্রকল্প পরিচালকের সাথে জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণের কার্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

এর ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় আনা হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে এপিআর এর পরিবর্তে এপিএ প্রথা চালু হবে।

কর্মশালায় বোর্ডের পরিচালক (অর্থনীতি) মোঃ আনোয়ারুজ্জামান বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির গুরুত্বসমূহ মূল প্রবন্ধ আকারে পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উপর বিভিন্ন প্রশ্নত্তোরের মাধ্যমে বোর্ডের সকল উর্দ্ধতন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও দিক নির্দেশনার উপর মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা গেলে ভবিষ্যতে এডিপি'র আকার বড় হবে এবং বোর্ডের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কর্মশালায় বোর্ডের সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দসহ প্রকল্প পরিচালকগণ ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

"প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে "প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন" বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে অর্ধ-দিবস ব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন । কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ আহমেদ, পিইঞ্জ,(বর্তমানে পি আর এল ভোগরত)।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন দেশে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে Sustainable Development Goal (SDG) অর্জনে পানি সম্পদের সুষ্ঠু এবং সফল ব্যবহার ও উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকারের ম্যান্ডেট অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা অতীব প্রয়োজন। একটি প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন, অতঃপর প্রকল্প বাস্তবায়ন সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ-মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং এই খাত সম্পর্কিত বিবিধ পলিসি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত। তন্মধ্যে পানি সম্পদ খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ডটিই মূখ্য এবং তা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহ অন্যান্য সেক্টর অপেক্ষা প্রকল্পের প্রায় প্রতিটি ধাপেই ভিন্ন। একারণে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাও বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেন এবং এই সমস্যা সমাধানে সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি বাপাউবোতে জনবলের নিদারূন সংকটের কথা উল্লেখ করেন এবং তা নিরসনকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টা রয়েছে বলে জানান। কর্মশালার আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই সাথে কর্মশালা পরবর্তী বাপাউবো'র প্রতিটি জোন হতে প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সন্নিবেশ করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বাপাউবো'র সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেন।

এ প্রেক্ষাপটে আয়োজিত এই কর্মশালা, উপস্থিত সকল পক্ষের জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং এই কর্মশালায় লব্ধ জ্ঞান বাপাউবো'র উপস্থিত কর্মকর্তাগণ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সফল প্রয়োগ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করার মাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান মন্টু কুমার বিশ্বাস। তিনি বলেন, বাপাউবো'র কাজ নদ-নদী ও জলাশয়ভিত্তিক। নদীর আচরণ অননুমেয় বিধায় নদী তীরে বাস্তবায়িত কাজ অন্য সেক্টরের কাজের মত বিচার বিশ্লেষণযোগ্য নয়। তার পাশাপাশি অধিকাংশ কাজই নদী তলদেশে হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের কাছে দৃশ্যমান নয় বিধায় এক্ষেত্রে আলোচনা অপেক্ষা সমালোচনা বেশি হয়। এছাড়াও, নভেম্বর মাসের পূর্বে কোন ভৌত কাজের বাস্তবায়ন আরম্ভ করা যায় না বিধায় অর্থ-বছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে বাপাউবো'র এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনেক কম থাকে এবং বিভিন্ন ফোরামে এতদ্সংশ্লিষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

কর্মশালায় সভাপতি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, সকলের স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে কর্মশালাটি সফল হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে আয়োজিত এই কর্মশালা উপস্থিত সকল পক্ষের জন্য সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি Existing Framework এর মধ্যে থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো'র কর্মকর্তাদের আরো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেন। কর্মশালায় আলোচ্য বিষয়ে সময়ের স্বল্পতার জন্য যারা তাদের সুপারিশ উপস্থাপন করতে পারেননি তাদের তিনি তা লিখিতভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে বলেন। কর্মশালায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থাসমূহের পাশাপাশি পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি বিভাগের আমন্ত্রিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আক্তারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd